রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৫ সনের ১২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ১৯, ২০১৫

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২০৯—২২৪
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৯৭—৪৩৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৪৫—৫২৬
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৩
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ ফাল্গুন ১৪২১/০১ মার্চ ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.২৪১.১৪.০০২.১৫-২০—মাঠ প্রশাসনে কর্মরত মহিলা এবং পুরুষ কর্মকর্তাদের জন্য ডরমিটরি নির্মাণের জন্য নিম্নোক্ত কতিপয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(৩) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(৪) যুগ্মসচিব (বাজেট), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(৫) সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-১), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(৬) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
(৭) উপপ্রধান স্থপতি (সার্কেল-১) স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
(৮) প্রতিনিধি, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় (সকল)

সদস্য-সচিব

(৯) সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-৪), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তাদের জন্য পৃথক ডরমিটরি হবে কি না এবং এর ডিজাইন কীরূপ হবে।
(খ) যে সকল জেলায় ডরমিটরি আছে সেখানে পৃথক ডরমিটরি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না।
(গ) কোন কোন জেলায় নতুন ডরমিটরি নির্মিত হবে এবং এর অর্থ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মসূচী থেকে নির্বাহ হবে কিনা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাদিরা সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ২৩ পৌষ ১৪২১/৬ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৪.১৪-০৯—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	পশ্চিম আমিরাবাদ	৩৫	সদরপুর	ফরিদপুর
(২)	লস্করদিয়া	১৪৬	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৩)	জগন্নাথদী	৫৪	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৪)	মানিকনগর	১২৩	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৫)	শ্রীকৃষ্ণপুর	১২৫	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৬)	কুবিরদিয়া	২৩৬	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৭)	জয়পাশা	১২৯	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(৮)	মোড়া	১৭২	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(৯)	ঠাকুরপুর	৮৩	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১০)	ময়ানদিয়া	১২৭	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১১)	পচামাগুড়া	১৬৯	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১২)	শাখার পাড়	৩৩	রাজৈর	মাদারীপুর
(১৩)	চর মোস্তফাপুর	৪৫	রাজৈর	মাদারীপুর
(১৪)	গন্ধবরদী	৪৩	রাজৈর	মাদারীপুর
(১৫)	পাইকপাড়া	১১	রাজৈর	মাদারীপুর
(১৬)	হোসেনপুর	২৭	রাজৈর	মাদারীপুর
(১৭)	সাতপাড় ডুমুরিয়া	৬০	রাজৈর	মাদারীপুর
(১৮)	ভবানীপুর	১০৬	কালকিনি	মাদারীপুর
(১৯)	গদাধরদী	৯৩	কালকিনি	মাদারীপুর
(২০)	ফুলবাড়ী গজারিয়া	৯৫	কালকিনি	মাদারীপুর
(২১)	শিরুয়াইল	৩৫	শিবচর	মাদারীপুর
(২২)	ছোট চৌধুরীর বিল	৭৩	শিবচর	মাদারীপুর
(২৩)	শৌলপাড়া	২৪	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর
(২৪)	ডাকের চর	২	নড়িয়া	শরীয়তপুর
(২৫)	রাহাপাড়া	৯২	নড়িয়া	শরীয়তপুর
(২৬)	মহিষার	২৩	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
(২৭)	সূর্যমনি	৩৮	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
(২৮)	দিগর মহিষখালী	৫১	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
(২৯)	বাজে ফুকরা	৯৭	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(৩০)	কলসী	৯৫	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(৩১)	নিলফা	১১	টুংগীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৩২)	চন্ডিপুর	৩১৮	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৩)	স্বর্নগাড়া	২০৮	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৪)	বড় বাংলাট	২৫৯	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৫)	আখরজানি	২৩৯	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৬)	মদাপুর	৩৩৮	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৭)	কোমরপুর	৩২৮	পাংশা	রাজবাড়ী

তারিখ, ০১ মাঘ ১৪২১/১৪ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৬.১৪-২৩—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	দত্তপুর	০২	বিশ্বনাথ	সিলেট
(২)	নোয়াগাঁও	৪০	বিশ্বনাথ	সিলেট
(৩)	মৌলভীগাঁও	৫৩	বিশ্বনাথ	সিলেট
(৪)	দক্ষিণ সিরাজপুর	৬৯	বিশ্বনাথ	সিলেট
(৫)	পশ্চিম জানাইয়া	৮৬	বিশ্বনাথ	সিলেট
(৬)	মিরেরচর	৮৮	বিশ্বনাথ	সিলেট
(৭)	কালিমনগর	১১২	বিশ্বনাথ	সিলেট
(৮)	কামালপুর	০৫	বালাগঞ্জ	সিলেট
(৯)	গুজাতলী	২৯	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১০)	গজিয়া	৩৩	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১১)	বানাইয়া	৩৮	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১২)	জালালপুর	৫০	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৩)	বল্লভপুর	৫১	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৪)	প্রথমপাশা	৭০	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৫)	সসারকান্দি	৭১	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৬)	ইলাশপুর	৭৬	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৭)	কাশিপাড়া	৭৮	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৮)	রবিদাস	৮১	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৯)	কাদিপুর	৮৩	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২০)	আদমপুর উত্তর	৮৪	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২১)	নাকির কোনা	৮৮	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২২)	দৌলতপুর পশ্চিম	৯২	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২৩)	খাপন	৯৫	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২৪)	দুরাজপুর	১০০	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২৫)	পশ্চিম মাহমুদপুর	১০৩	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২৬)	রাইগদান্ডা	১১১	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২৭)	পাঁচপাড়া	১১৩	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২৮)	মজলিশপুর উত্তর	১৪৪	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২৯)	ভুর ভুরিয়া	১১৭	বালাগঞ্জ	সিলেট
(৩০)	নশীয়ারপুর	১২১	বালাগঞ্জ	সিলেট
(৩১)	মোকবেলপুর	১৩২	বালাগঞ্জ	সিলেট
(৩২)	নুরপুর পশ্চিম	১৫৩	বালাগঞ্জ	সিলেট
(৩৩)	ধনপুর	১৬৪	বালাগঞ্জ	সিলেট
(৩৪)	লতিবপুর	১৬৫	বালাগঞ্জ	সিলেট
(৩৫)	নছরতপুর	১৭৯	বালাগঞ্জ	সিলেট
(৩৬)	শিওরখাল	১৮১	বালাগঞ্জ	সিলেট
(৩৭)	নিজকুরুয়া	১৯০	বালাগঞ্জ	সিলেট
(৩৮)	খুজকিপুর পূর্ব্ব	২১৭	বালাগঞ্জ	সিলেট
(৩৯)	কালিহাজারাপুর	২৩৫	বালাগঞ্জ	সিলেট
(৪০)	হেতিমখালী	০৯	বিয়ানীবাজার	সিলেট
(৪১)	সালেশ্বর	৫৫	বিয়ানীবাজার	সিলেট
(৪২)	লাউঝারী	৬২	বিয়ানীবাজার	সিলেট

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৪৩)	মাইজকাপন	৮৩	বিয়ানীবাজার	সিলেট
(৪৪)	মৈজপুর	৯১	বিয়ানীবাজার	সিলেট
(৪৫)	কুতুবপুর	০৩	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট
(৪৬)	ব্রাহ্মণগ্রাম	০৭	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট
(৪৭)	ফরিদপুর	১০	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট
(৪৮)	কচুয়া বহর	১১	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট
(৪৯)	মমিনছড়া	১৫	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট
(৫০)	খেলুরবন্দ	৩৮	কানাইরঘাট	সিলেট
(৫১)	গর্দ্দনা কান্দি	৬৯	কানাইরঘাট	সিলেট
(৫২)	ফালজুর	১০১	কানাইরঘাট	সিলেট
(৫৩)	পশ্চিম কাপ্তানপুর	১০৫	কানাইরঘাট	সিলেট
(৫৪)	নয়ামাটি দক্ষিণ	১০৯	কানাইরঘাট	সিলেট
(৫৫)	পশ্চিম সরদারের মাটী	১১৯	কানাইরঘাট	সিলেট
(৫৬)	লামাদলইর কান্দি	১২৭	কানাইরঘাট	সিলেট
(৫৭)	নিজ বড়দেশ উত্তর	১৪১	কানাইরঘাট	সিলেট
(৫৮)	উমাগড়	১৪৩	কানাইরঘাট	সিলেট
(৫৯)	কারা বাল্লা পূর্ব্ব	২৫০	কানাইরঘাট	সিলেট
(৬০)	আম বাড়ী হাওড়	১৬	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৬১)	আমবাড়ী	১৯	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৬২)	পশ্চিম বড়ঘোষা	৩৬	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৬৩)	নিয়াগুল	৫৩	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৬৪)	প্রতাপপুর হাওর	৭৮	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৬৫)	চৈলাখেল ৭ম খণ্ড	৮৬	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৬৬)	চৈলাখেল ৯ম খণ্ড	৮৭	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৬৭)	আসাম পাড়া	৮৯	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৬৮)	বাউর ভাগ	৯০	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৬৯)	বামন গাম	১০১	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৭০)	রাউত গাম	১০৩	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৭১)	নয়ানগর	১০৮	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৭২)	আবদুল মহল	১০৯	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৭৩)	লাখি	১৪৪	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৭৪)	তুরুক ভাগ	১৪৬	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৭৫)	দক্ষিণ জাঙ্গাইল	১৫৩	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৭৬)	ফুল তৈল ছগাম	১৫৪	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৭৭)	গাছ উড়া বন্দ	১৫৫	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৭৮)	আঙ্গার জুর	১৫৮	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৭৯)	মিত্রি মহল	১৬১	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৮০)	লামা পাড়া	১৬৬	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৮১)	নাবুর কান্দি	১৬৮	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৮২)	চলিতা বাড়ী	১৭২	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৮৩)	ডাকাতি কান্দি	১৯৮	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৮৪)	উপর ডুমকা	২০৪	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৮৫)	খুর্দ্দা	২০৫	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৮৬)	যাত্রাভা	২০৬	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৮৭)	মোকাম বাড়ী	১	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৮৮)	নলজুরি	৬	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৮৯)	সেওলার টুক	৭	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৯০)	কেন্দ্রি হাওড়	১৪	জৈন্তাপুর	সিলেট

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৯১)	লামনীগাম	২০	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৯২)	আগফৌদ	২৯	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৯৩)	নয়াখেল	৩০	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৯৪)	দিগারইল	৩৭	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৯৫)	হর্ণি	৪৬	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৯৬)	জালিয়া খলা	৪৮	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৯৭)	থুমারপুঞ্জি	৪৯	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৯৮)	লালখাল গ্রান্ট	৫২	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৯৯)	নয়াখেল উত্তর	৫৪	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১০০)	বাউরভাগ উত্তর	৫৭	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১০১)	রামপ্রসাদ পশ্চিম	৫৯	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১০২)	রামপ্রসাদ পূর্ব্ব	৬০	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১০৩)	আমিরাবাজ	৬৯	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১০৪)	চাক্তা ২য় খণ্ড	৭২	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১০৫)	ছইয়া	৭৭	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১০৬)	দুপনী হাওর	৮১	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১০৭)	ভাইটগাম	৮৪	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১০৮)	খলাগাম	৮৯	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১০৯)	করগাম	৯১	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১১০)	ডেমা	৯৬	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১১১)	শ্রীখেল	৯৮	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১১২)	দরবস্ত	৯৯	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১১৩)	বারগাতি	১০১	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১১৪)	বিষণাটেক	১০৪	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১১৫)	ডাইয়া	১০৫	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১১৬)	ফরফরা	১০৯	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১১৭)	দীঘিরপাড়	১১১	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১১৮)	তেলিজুরী	১১২	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১১৯)	কুয়ারের কান্দি	১১৪	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১২০)	ছোটকান্দি	১১৫	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১২১)	উত্তর হেলিরাইকান্দি	১১৭	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১২২)	দক্ষিণ হেলিরাইকান্দি	১১৮	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১২৩)	দক্ষিণ রুহিলাকান্দি	১১৯	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১২৪)	মরা কান্দি	১৩০	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১২৫)	কাসিমপুর	০৪	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১২৬)	রশিদপুর	০৬	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১২৭)	উত্তরভাগ টি জি	২৩	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১২৮)	চান্দভাগ টি এষ্টেট	২৫	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১২৯)	হলদিগোল	৩১	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৩০)	উত্তরভাগ	৩২	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৩১)	বালিগাঁও	৬০	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৩২)	ইটা টি ষ্টেট	৬৪	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৩৩)	উদনা টি গার্ডেন	৬৭	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৩৪)	নন্দীউড়া	৭২	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৩৫)	ক্ষেমসহস্র	৭৬	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৩৬)	গড়গাঁও	৮০	রাজনগর	মৌলভীবাজার

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১৩৭)	বানাইত	৮২	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৩৮)	ভানুরমহল	৮৬	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৩৯)	বিনয়শ্রী	৮৯	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৪০)	কদমহাটা	৯০	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৪১)	মালিকোনা	৯১	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৪২)	শিবপাল বড়কাপন	৯৬	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৪৩)	সরখরনগর	৯৭	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৪৪)	আশ্রাকাপন	৯৮	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৪৫)	কর্ণিগ্রাম	১০৫	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৪৬)	দাসপাড়া	১০৭	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৪৭)	ইলাসপুর	১১০	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৪৮)	টেংরা	১১১	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৪৯)	শাসমহল	১১৮	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৫০)	রাজনগর টি গার্ডেন	১২৫	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৫১)	হরিপাশা	১২৭	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৫২)	তারাপাশা	১২৯	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৫৩)	কাছাড়ী	১৩০	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৫৪)	চাউরউলি	১৩১	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৫৫)	মাহাতাবপুর	১৩৮	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৫৬)	মরিচা	১৪০	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(১৫৭)	রসগ্রাম	২৩	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
(১৫৮)	বাহাদুরপুর টি এস্টেট	৩০	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
(১৫৯)	সাবাজপুর টি এস্টেট	৬২	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
(১৬০)	ছোটলেখা টি এস্টেট ২য় খণ্ড	৬৩	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
(১৬১)	রহমানিয়া টি এস্টেট	৬৪	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
(১৬২)	গ্রামতলা	৬৯	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
(১৬৩)	মাহাদিকোনা	৮০	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
(১৬৪)	হাকালুকি	৮৯	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
(১৬৫)	বাদেসিংনাথ	৯৩	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
(১৬৬)	টেকাহালিয়া	৯৯	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
(১৬৭)	জগডুবা	১০০	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
(১৬৮)	পশ্চিম দূর্গাপুর	৩৩	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(১৬৯)	দক্ষিণ কালাছড়া	৪৮	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(১৭০)	দিগারকুল	৬১	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১৭১)	পূর্ব জগদীশপুর	৬৭	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১৭২)	ঐহা জগদা	৭৮	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১৭৩)	লোহারগাঁও	৮২	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১৭৪)	তাজপুর	১১২	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১৭৫)	পাইকপাড়া	১১৬	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১৭৬)	কুড়িহাল চক ১ম খণ্ড	১৪৬	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১৭৭)	ফেচি শেওরা	১৪৯	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১৭৮)	দুপের কান্দি	১৫০	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১৭৯)	কবিরশাল	১৫৫	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১৮০)	আমিনপুর	২৪৪	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১৮১)	সুরতনপুর	২৪৫	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১৮২)	শাসন যশোদা	২৫৮	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১৮৩)	চিকরকান্দি	৮০	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ
(১৮৪)	সরন্ডা	৮১	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ
(১৮৫)	অলিপুর	৮২	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ
(১৮৬)	চিকসা	১১৬	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ
(১৮৭)	নয়াহাট	১২০	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ
(১৮৮)	ফাতেমানগর	৫১	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(১৮৯)	অনন্তপুর	৫৭	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(১৯০)	বাগুয়া	১৩০	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(১৯১)	কাজিরগাও	১৪	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(১৯২)	করিমপুর	২২	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(১৯৩)	ফাদুল্লা	৩১	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(১৯৪)	হালিমপুর	৬৪	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(১৯৫)	আজলপুর	১১২	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(১৯৬)	উত্তর ফরিদপুর	১৩১	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(১৯৭)	দক্ষিণ ফরিদপুর	১৩২	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(১৯৮)	বনগাও উত্তর	১৯৬	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(১৯৯)	গাবদেব	২১০	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২০০)	ঝিলুয়া	০৭	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২০১)	নওয়াগাও	১৩	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২০২)	রনিয়া	২১	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২০৩)	ফতেপুর	২২	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২০৪)	মির্জাপুর	২৪	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২০৫)	উদ্ধবপুর	২৫	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২০৬)	বিরহাট	২৬	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২০৭)	পাটলীপাড়া	২৮	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২০৮)	আটপাড়া	৩০	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২০৯)	শিবপাশা হাওর	৩১	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২১০)	সেকান্দরপুর চক	৩৪	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২১১)	গএন	৩৯	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২১২)	পূর্ব্ব পক্ষতারা চক	৪০	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২১৩)	পশ্চিমভাগ	৪৬	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২১৪)	সিটকাকাইলছেও	৫৫	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২১৫)	কাকাইলছেও বাদে	৫৯	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২১৬)	ঢোবাটেকা	৬৩	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২১৭)	আলীপুর	৬৬	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(২১৮)	তেঘরিয়া	৩৮	লাখাই	হবিগঞ্জ
(২১৯)	সিংহগ্রাম	৪০	লাখাই	হবিগঞ্জ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(২২০)	মশাদিয়া	৪৩	লাখাই	হবিগঞ্জ
(২২১)	নওয়াগাঁও	৪৫	লাখাই	হবিগঞ্জ
(২২২)	শিবপুর	৪৯	লাখাই	হবিগঞ্জ
(২২৩)	কামালপুর	৫২	লাখাই	হবিগঞ্জ
(২২৪)	জিরুণ্ডা	৫৮	লাখাই	হবিগঞ্জ
(২২৫)	শিগলিয়া	৬৮	লাখাই	হবিগঞ্জ
(২২৬)	সিকন্দরপুর	১৮	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(২২৭)	কদুপুর	৩২	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(২২৮)	দানিয়ালপুর	৭৯	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(২২৯)	বড়কাপন	৮৮	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(২৩০)	পৈলারকান্দি	১৫৪	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(২৩১)	কুমড়ি	১৫৯	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(২৩২)	মকরমপুর	১৮৪	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(২৩৩)	মেউতৈল	২২৩	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ পৌষ ১৪২১/১ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৪.০০১.১৪-০৭—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুবিভাগের ২৭-০১-২০১১ তারিখের ০৫.১৭০.০২২.২৪.০০.০৫০.২০১০-৪৫ নম্বর পরিপত্রের আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের ৭ম, ৮ম, ৯ম গ্রেডের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের এবং দশম, একাদশ, দ্বাদশ গ্রেডভুক্ত স্বীকৃত ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/ উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশনগ্রেড প্রদান বিষয়ক নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো ঃ

(ক) ৭ম, ৮ম, ৯ম গ্রেডের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/ উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশনগ্রেড প্রদান বিষয়ক কমিটি ঃ

সভাপতি

(১) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(২) যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

(৩) যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

(৪) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(৫) যুগ্মসচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধির শর্ত পূরণ সাপেক্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ মৎস্য অধিদপ্তরের ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত ৭ম, ৮ম, ৯ম গ্রেডের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/ সিলেকশনগ্রেড প্রদানের বিষয় বিবেচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদান।

(২) বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদ কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত বিধায় ২য় হতে ১ম বা ৩য় হতে ১ম শ্রেণীর পদে বা গ্রেডে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ বা সরাসরি নিয়োগের বিষয় সরকারী কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত। এ জাতীয় নিয়োগ (পদোন্নতির মাধ্যমে বা সরাসরি) আলোচ্য কমিটির আওতা বহির্ভূত থাকবে।

(খ) দশম, একাদশ, দ্বাদশ গ্রেডভুক্ত স্বীকৃত ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশনগ্রেড প্রদান বিষয়ক কমিটি ঃ

সভাপতি

(১) যুগ্মসচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(২) উপসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

(৩) উপসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

(৪) উপপরিচালক (প্রশাসন), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(৫) উপসচিব (মৎস্য-১)।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধির শর্ত পূরণ সাপেক্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ মৎস্য অধিদপ্তরের দশম, একাদশ, দ্বাদশ গ্রেডভুক্ত স্বীকৃত ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/ সিলেকশনগ্রেড প্রদানের বিষয় বিবেচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদান।

(২) বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদ কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত বিধায় ২য় হতে ১ম বা ৩য় হতে ১ম শ্রেণীর পদে বা গ্রেডে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ বা সরাসরি নিয়োগের বিষয় সরকারী কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত। এ জাতীয় নিয়োগ (পদোন্নতির মাধ্যমে বা সরাসরি) আলোচ্য কমিটির আওতা বহির্ভূত থাকবে।

(৩) বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধিমালা, ১৯৭৯ এর ৮নং বিধি মোতাবেক একই শ্রেণীতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্ম কমিশনের পরামর্শ নিষ্প্রয়োজন বিধায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত এক পদ হতে অপর পদে পদোন্নতির বিষয় আলোচ্য কমিটির আওতাভুক্ত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ পৌষ ১৪২১/৩০ ডিসেম্বর ২০১৪

নং সবিম/শাঃ৩/লোকাশি-২৭/০৯/৫৬৬—বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন-১৯৯৮ এর ৬ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত সরকার নিম্নরূপভাবে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড পুনর্গঠন করল ঃ

চেয়ারম্যান

(১) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী।

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা, ২০৬ নারায়ণগঞ্জ-৩, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

(৩) জনাব সুকুমার রঞ্জন ঘোষ, ১৭১ মুন্সিগঞ্জ-১, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

(৪) বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন, ১৭২ মুন্সিগঞ্জ-২, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

(৫) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(৬) অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (অন্যূন যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা)।

(৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর।

(৮) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা।

(৯) মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি।

(১০) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন।

(১১) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উপসচিব।

(১২) জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।

(১৩) অধ্যাপক মইনুদ্দিন খালেদ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা সিটি কলেজ এবং লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী।

(১৪) জনাব চন্দ্র শেখর সাহা, বিশিষ্ট লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী এবং গবেষক।

(১৫) জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসেম খান, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী।

(১৬) ডীন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(১৭) পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

২। উক্ত পরিচালনা বোর্ড বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন-১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৮নং আইন)'র ৫-৮ ধারায় প্রতিফলিত কার্যাবলীর আলোকে কার্য সম্পাদন করবেন।

৩। এ মন্ত্রণালয়ের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সবিম/শাঃ ৩ লোকাশি-২৭/০৯/৪২৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ **মোশাররফ হোসেন**
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ পৌষ ১৪২১/২১ ডিসেম্বর ২০১৪

নং সবিম/শাঃ৭/ক্ষুদ্র নৃ সাংপ্রঃ-০৪/২০১০/৫৭৬—ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ এর ৭নং ধারামতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কক্সবাজার এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে নির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার।

সদস্যবৃন্দ

(২) উপসচিব (সমন্বয়-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(৩) উপসচিব (অধিশাখা-৭), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(৪) অধ্যক্ষ ক্য থিং অং, চাউল বাজার সড়ক, কক্সবাজার।

(৫) অধ্যাপক মং ব্রা ছিন, পানেরছড়া রাখাইন পাড়া, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, রামু, কক্সবাজার।

(৬) অধ্যাপক অং থিং মং, হারবাং রাখাইন পাড়া, চকরিয়া, কক্সবাজার।

(৭) জনাব ছা নু অং মাষ্টার, হোয়াইক্ষ্যং, টেকনাফ, কক্সবাজার।

(৮) এডঃ তাপস রক্ষিত, রক্ষিত মার্কেট, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার।

(৯) জনাব মোঃ নজিবুল ইসলাম, উত্তর রুমালিয়ারছড়া, কক্সবাজার।

সদস্য-সচিব

(১০) পরিচালক, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার।

২। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ এর ৭(২) উপধারা অনুযায়ী পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময়ে যে কোন মনোনীত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে কিংবা নির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করতে পারবে এবং (৩) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত কোন সদস্য যে কোন সময় সরকারকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে একমাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৩। গত ০৯-০২-২০১৪ তারিখের স্মারক ঃ সবিম/শাঃ৭/ক্ষুদ্র নৃ সাংপ্রঃ-৪/২০১০/৫৬ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হলো।

৪। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারী করা হলো।

ফাহমিদা আখতার
উপসচিব (অধিশাখা-৭)।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ পৌষ ১৪২১/২৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪০.০০.০০০০.০১১.০৩৬.০২৫.২০১০-১২৭৭—যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর জনবল বিভিন্ন ক্যাটাগরির নন-ক্যাডারের ৪০ (চল্লিশ)টি পদ অন্তর্ভুক্ত করে পদ সংখ্যা ১০২(একশত দুই) হতে ১৪২ (একশত বিয়াল্লিশ) এ উন্নীত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শাহজাহান মিয়া
উপসচিব (প্রশাসন)।

শাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ ডিসেম্বর ২০১৪

নং শ্রকম/শা-১০/পি-৯৯/২০০১-১৩৬০—কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপপ্রধান পরিদর্শক (সাধারণ) পদে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার আশুলিয়া থানাধীন নিশ্চিন্তপুর এলাকায় অবস্থিত তাজরীন ফ্যাশনস লিঃ এ গত ২৪-১১-২০১২ তারিখে অগ্নিকান্ডজনিত দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ১১১ জন শ্রমিকের মৃত্যুসহ ব্যাপক জানমালের ক্ষতি সাধিত হয়। এ দুর্ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী থাকার অভিযোগে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

যেহেতু, জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন-কে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রদান করা হয় এবং উহার জবাব চাওয়া হয়। জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন এর প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নামা তদন্তের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ০৯-১০-২০১৩ তারিখের পত্র নং-৪০.০১০.০২৭.০১. ০০.০০৩.২০১০-৫৪৯ এর মাধ্যমে উপসচিব জনাব বিজয় রঞ্জন সাহাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা, জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেনের বিরুদ্ধে আনীত নিম্নবর্ণিত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন ঃ

(ক) তাজরীন ফ্যাশন লিঃ এর কারখানার গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে ৩য় তলা পর্যন্ত নক্সায় পূর্বের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও গ্রাউন্ড থেকে ৮ম তলা পর্যন্ত প্রস্তাবিত ফ্যাক্টরী হিসেবে উল্লেখ করে আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নক্সা অনুমোদন পূর্বক দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

(খ) ৩য় তলা পর্যন্ত পূর্বের অনুমোদিত নক্সায় গ্রাউন্ড ফ্লোরে ওয়ার্কিং এরিয়া ও পার্কিং এরিয়া মিলে পর্যাপ্ত খোলা জায়গা থাকা সত্ত্বেও নতুন নক্সায় গ্রাউন্ড ফ্লোরের প্রায় সর্বাংশে গোডাউন হিসেবে অনুমোদন করে কারখানাটিকে অগ্নিকাণ্ডের জন্য বিপদজনক করার ক্ষেত্র প্রস্তুতে সহায়তা করে অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন;

(গ) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ৬২ ধারা এবং ১৯৭৯ সনের কারখানা বিধিমালা ৫১ বিধির বিধান অনুযায়ী অগ্নিকাণ্ডের সময় তাৎক্ষণিকভাবে বেরিয়ে আসার উপযোগী বাইরের দিকে খোলা যায় এমন দরজা আছে কি না, অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি যথাযথভাবে স্থাপিত হয়েছে কি না, ০২ (দুই)টি বহির্গমন পথ আছে কি না-বিবেচনায় না এএন এবং কারখানার লাইসেন্স "জি" ক্যাটাগরী থেকে "আই" ক্যাটাগরীতে উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে বর্ধিত ফি'র পরিমাণ ও শ্রমিক সংখ্যা নিশ্চিত না হয়ে এবং কারখানা ভবনের প্রামানিক নক্সা প্রস্তুতকারী প্রকৌশলীর স্বাক্ষরবিহীন অবস্থায় অনুমোদন প্রদান করে অর্পিত দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা প্রদর্শন করে অসদাচরণ করেছেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামতের ভিত্তিতে জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে এবং একই বিধিমালার ৪(৩)ডি ধারামতে সরকারী চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন-কে কেন এই গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার জন্য দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়। ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব পর্যালোচনা করে মানবিক বিবেচনায় অভিযুক্ত জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন-এর বিরুদ্ধে উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক নিম্নপদে নামিয়ে দেয়ার দণ্ডাদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সরকারী সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে।

অতএব, এখন সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(এ) ধারা মোতাবেক জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন, উপ-মহাপরিদর্শক (সাধারণ) বর্তমানে যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)-কে একধাপ নিম্নপদে অর্থাৎ সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) পদে পদাবনতির দণ্ডাদেশ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিকাইল শিপার
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ জানুয়ারি ২০১৫

নং শা-১০/বিবিধ-০১/০৯-১৫—বাংলাদেশ শ্রম আই-২০০৬ (হালনাগাদ সংশোধিত) এর ৩১৭ (১) ও (২) ধারা মোতাবেক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম পরিদপ্তরের শ্রম পরিচালক ও ৪টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের যুগ্মশ্রম পরিচালকদের অধিক্ষেত্র বা এলাকা নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা	কর্মক্ষেত্র/এলাকা
(১)	শ্রম পরিচালক	সমগ্র বাংলাদেশ
(২)	যুগ্মশ্রম পরিচালক, ঢাকা	ঢাকা বিভাগ
(৩)	যুগ্মশ্রম পরিচালক, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ
(৪)	যুগ্মশ্রম পরিচালক, খুলনা	খুলনা ও বরিশাল বিভাগ
(৫)	যুগ্মশ্রম পরিচালক, রাজশাহী	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মতলেব হাওলাদার
সহকারী সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের প্রতিস্থাপক]
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ জুলাই ২০১৪

নং স্বম(পু-১)/ব্যক্তিগত-১৪/২০০৯-৫৬৭—যেহেতু, জনাব শোয়েব আহমদ, সহকারী পুলিশ সুপার (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত) গত ২২-০৭-২০০৯ তারিখ তাঁর দেহরক্ষী, ড্রাইভার ও সোর্সের মাধ্যমে জনৈক মোঃ তাজুল ইসলাম ওরফে হিরন-কে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে উল্লেখপূর্বক অপহরণ করে ক্রস ফায়ারের ভয় দেখিয়ে নগদ ১০,৮৬,০০০/- (দশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার) টাকা ও ২টি নোকিয়া মোবাইল সেট লুণ্ঠন করা, গত ১২-০৫-২০০৯ তারিখে জনৈক রাকিব হাসানকে তাঁর অধীনস্থ র‍্যাব সদস্যের মাধ্যমে র‍্যাব-৩ অফিসে এনে নগদ ৫,০০,০০০/- টাকা দাবী করে তার স্ত্রীর নিকট থেকে ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা গ্রহণ করে ১৫০ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র লিখে ১০,২০,০০০/- (দশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করার নির্দেশ প্রদান, গত-১৫-০৬-২০০৯ তারিখে মদের বোতল, ফেন্সিডিল, বিয়ার ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য নিয়ে সঙ্গীয় ৩/৪ জন ফোর্সসহ জনৈক আয়নাল হক এর বাড়িতে প্রবেশ করে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ প্রায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা গ্রহণ করার জন্য অভিযোগনামা প্রণয়ন করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১১-১১-২০০৯ তারিখের স্বম(পু-১)/ব্যক্তিগত-১৪/২০০৯-৯৪৭ নম্বর স্মারকমূলে কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

২। যেহেতু, জনাব শোয়েব আহমদ, সহকারী পুলিশ সুপার (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত) এর কৈফিয়ত তলবের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ২৫-০২-২০১০ তারিখের স্বম(পু-১)/ব্যক্তিগত-১৪/২০০৯-১৪৪ নম্বর স্মারকে জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন কোরেশী, এআইজি, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে তদন্তকারী কর্মকর্তা ১১-০৭-২০১০ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধি মোতাবেক চাকুরী থেকে অপসারণের (Removal from service) প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা, জনাব শোয়েব আহমদ-কে গত-২৫-০৭-২০১০ তারিখের স্বম (পু-১)/ব্যক্তিগত-১৪/২০০৯-৬৯১ নম্বর স্মারকে বিধি মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান ও সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য আবেদন করেন। দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় চাকুরী থেকে অপসারণের (Removal from service) দণ্ড আরোপের বিষয়ে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৭) বিধি অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ০৭-১২-২০১০ তারিখের স্বম(পু-১)/ব্যক্তিগত-১৪/২০০৯-১০৭৩ নম্বর স্মারকে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয় এবং সরকারি কর্মকমিশন তাঁদের ০৬-০৫-২০১০ তারিখের ৮০.১০৬.০৩৪.০১.০০.০০১.২০১১.৫১ নম্বর স্মারকে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে উপরোক্ত দন্ড আরোপের বিষয়ে একমত পোষণ করে।

৪। সেহেতু, জনাব শোয়েব আহমদ, সহকারী পুলিশ সুপার (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধির আওতায় অসদাচরণের ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধির অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে চাকুরী থেকে অপসারণ (Removal from service) করা হল।

৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব।

আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১১ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৩-০৮—ডিএমপি'র ডিসি পূর্ব এর জিডি নং-৯১৫, তারিখ-২৮-১০-২০১৪ খ্রিঃ মূলে আসামি মোঃ মহসিন হোসেন (৪৫), পিতা-মৃত রায়হান উদ্দিন, মাতা-মনোয়ারা বেগম, সাং-টোনা, থানা ও জেলা-পিরোজপুর, বর্তমান ঠিকানা বাসা নং-২২৪/২ মগারগলি, শান্তিবাগ থানা-শাহজাহানপুর, ঢাকা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, উল্লিখিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে তার অপরাপর সঙ্গীদের নিয়ে ইতোপূর্বে বিভিন্ন জায়গায় গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছে মর্মে গোয়েন্দা তথ্যে সত্যতা পাওয়া যায়। একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাতের অংশ হিসাবে রাষ্ট্র বিরোধী ও উস্কানীমূলক বিভিন্ন লিফলেট তার নিজস্ব মালিকানাধীন ছাপাখানা ৫০/১ পুরানা পল্টন লাইন হতে ছাপিয়ে প্রচার ও বিলি করে জনমনে সরকার বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্র বিরোধী গোপন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পেনাল কোডে, ১৮৬০ এর ১২৪-ক/১২০-খ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত। আসামির বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ১২৪-ক/১৫৩-খ ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগত আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১৯৬ এর অধীন সরকারের অনুমোদন এতদ্দ্বারা নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৪-০৯—বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আমলী আদালত, কোতোয়ালী, যশোর এর মামলা নং পি-৩৩৮/২০১৪, তারিখ ১৩-১১-২০১৪ খ্রিঃ মূলে বাদী এস এম আফজাল হোসেন, পিতা-মৃত এস, এম এ গফুর, সাং-পুরাতন কসবা, থানা-কোতয়ালী, জেলা-যশোর অভিযোগ দায়ের করেন যে, গত ০৫-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে লন্ডনে যুক্তরাজ্যে বিএনপি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় অভিযুক্ত (১) জনাব তারেক জিয়া, পিতা-মৃত (অবঃ) মেজর জিয়াউর রহমান, ঠিকানা-গুলশান-০১, ঢাকা বক্তব্য দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতাকামী মানুষের হত্যাকারী। অভিযুক্ত আরো বলেন যে,

মুজিব একজন পাকিস্তানী নাগরিক হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন সেইজন্য শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী মামলা হওয়া উচিত। অভিযুক্ত ঐ আলোচনা সভায় বলেছেন, তার বাবা জিয়াউর রহমান শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক কিংবা প্রথম রাষ্ট্রপতিই ছিলেন না স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিও ছিলেন। তার ঐ বক্তব্য গত ০৭-১১-২০১৪ তারিখ দৈনিক 'কালের কণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অভিযুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে একটি নির্বাচিত সরকার এর প্রতি ঘৃণা, অবজ্ঞা ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তা অস্বীকার করে বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশের লক্ষ্যে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে পত্রিকায় ও গণমাধ্যমে প্রচার করার ব্যবস্থা করায় তিনি বাংলাদেশ পেনাল কোডের ১২৪-ক ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত। উক্ত অপরাধ সংঘটন করার অভিযোগের কারণে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১২৪-ক ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১৯৬ এর অধীন সরকারের অনুমোদন এতদ্দ্বারা নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
উপসচিব।

অগ্নি অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৫.০৫.০০১.০৯-২৮—নির্দেশিত হয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অনুমোদিত অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৭নং আইন) এর আওতায় প্রণীত অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪ (এস, আর, ও নং ২৩০-/আইন/২০১৪) এর প্রয়োগ সাময়িক স্থগিতকরণের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলো।

মনোয়ারা ইশরাত
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ১৪ পৌষ ১৪২১/২৮ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬২.২০১২-৯৮৭—যেহেতু ডাঃ মুহাম্মদ ফিরোজ হায়াত খান (কোড-১১৪৪৪৪), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহ গত ০৬-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এর দায়ে ১৩-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬২.২০১২-১০৪৭নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মুহাম্মদ ফিরোজ হায়াত খান (কোড-১১৪৪৪৪), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৬-০৪-২০১১ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৮৯.২০১৩-৯৮৮—যেহেতু ডাঃ অর্কিড বড়ুয়া (কোড-১২৬০৫৩), মেডিকেল অফিসার, সরফভাটা ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম গত ০৭-০১-২০১৩ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এর দায়ে ১২-০১-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৮৯.২০১৩-২৫নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন;

যেহেতু তাঁর ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩) (ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ অর্কিড বড়ুয়া (১২৬০৫৩), মেডিকেল অফিসার, সরফভাটা ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রামকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৭-০১-২০১৩ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৯৩.২০১৩-৯৯০—যেহেতু ডাঃ নাজিয়া আমিন (১২৪১৭৯), সহকারী সার্জন, বজরা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী গত ২৬.০৪.২০১৩ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এর দায়ে ০৮-০১-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৯৩.২০১৩-০৯নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ নাজিয়া আমিন (১২৪১৭৯), সহকারী সার্জন, বজরা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালীকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২৬-০৪-২০১৩ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৫ পৌষ ১৪২১/২৯ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৪.২০১৪-৯৯৫—যেহেতু, ডাঃ গুলশান-ই-জাহান (৪১২৮১), প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), গাইনী সিলেট এম. এ. জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেটকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গত ২৯-০৪-২০০৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-পার-৫/ছুটি-০৩/বহিঃঅঃ/২০০৯/৫৪০ মোতাবেক ১৯-০৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বহিঃ বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়;

যেহেতু, বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি ভোগ শেষে তিনি বদলিকৃত কর্মস্থল রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুরে যোগদান করেননি;

যেহেতু, মঞ্জুরিকৃত ছুটিসহ গত ১৯-০৫-২০১৪ তারিখে ডাঃ গুলশান-ই-জাহান (৪১২৮১) এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ একনাগারে ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হয় এবং সরকারি চাকুরীতে তার অনুপস্থিতকাল একনাগাড়ে ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিক;

যেহেতু, বিএসআর (পার্ট–১) এ বিধি-৩৪ মোতাবেক তাঁর চাকুরি অবসান ঘটানোর আদেশ কেন জারি করা হবে না মর্মে তাঁকে ০১-০৯-২০১৪ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি;

সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে এবং এই অবসান ডাঃ গুলশান-ই-জাহান (৪১২৮১), প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), গাইনী, সিলেট এম. এ. জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ২০-০৫-২০১৪ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

এই প্রজ্ঞাপন জনস্বার্থে জারি করা হল।

তারিখ, ১৭ পৌষ ১৪২১/৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮০.২০১৪-১০০২—যেহেতু, ডাঃ মারজিয়া জামান সুলতানা (১১৪৫২০), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গত ০৪-০৩-২০০৭ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১) এর বিধি-৩৪ মোতাবেক তাঁর চাকুরি অবসান ঘটানোর আদেশ কেন জারি করা হবে না মর্মে তাঁকে ২৬-০৮-২০১৪ তারিখ কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, তাঁর সরকারি চাকুরীতে অনুপস্থিতকাল একনাগাড়ে ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিক হয়েছে;

সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে এবং এই অবসান ডাঃ মারজিয়া জামান সুলতানা (১১৪৫২০), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ০৪-০৩-২০১২ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

এই প্রজ্ঞাপন জনস্বার্থে জারি করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ৫ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬৮.২০১৩-০৬—যেহেতু, ডাঃ আব্দুর রহমান সেলিম (১১৪৬১৬), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী বালিয়াকান্দি থানার মামলা নং-০৬, তারিখ ঃ- ১২-০৬-২০১৩ ধারা ৩০৪(ক)/১৪৪ দণ্ড বিধি, জিআর-৯৪/১৩ মোতাবেক গ্রেফতার হয়ে ২৬-০৬-২০১৩ তারিখ জেলহাজতে প্রেরিত হওয়ায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুল্‌স্ (পার্ট-১) এর বিধি-৭৩ মোতাবেক তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে ২৬-০৬-২০১৩ তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, উক্ত মামলায় যুগ্ম দায়রা জজ, ২য় আদালত, রাজবাড়ী গত ৩১-০৮-২০১৪ তারিখের রায়ে তাঁকে উক্ত মামলা থেকে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন;

সেহেতু, এক্ষণে ডাঃ আব্দুর রহমান সেলিম (১১৪৬১৬), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী এর ০৯-১০-২০১৩ তারিখের সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়-কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২২ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১২.২০১৪-৯৮২—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ রাশেদুল আলম (১২২৮৪৮), মেডিকেল অফিসার, বেতাগী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম গত ২০-০৭-২০১২ তারিখ হতে ১৬-০৫-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে ০২-১১-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১২.২০১৪-৮৪৫নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৭-১২-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান যে, গত ২০-০৬-২০১২ইং হতে ১৯-০৭-২০১২ ইং তারিখ বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি নিয়ে তিনি জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকায় গমন করেন এবং ছুটি শেষে যথাসময়ে দেশে ফিরে আসেন। গত ২০-০৭-২০১২ইং তারিখে তার কর্মস্থলে যোগদান করার নিয়ম ছিল। কিন্তু হঠাৎ ঐদিন তার কাশির সাথে রক্ত বের হওয়ার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি চলাফেরা করতে পারেননি এবং এ কারণে গত ২০-০৭-২০১২ইং তারিখ হতে ১৬-০৫-২০১৪ইং পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসা গ্রহণ শেষে শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে গত ১৭-০৫-২০১৪ইং তারিখ কর্মস্থলে যোগদান করেন;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ মোহাম্মদ রাশেদুল আলম (১২২৮৪৮), মেডিকেল অফিসার, বেতাগী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

তারিখ, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪৫.২০১৩-৯৮৯—যেহেতু, ডাঃ মোঃ জাহেদ পারভেজ (৪১৯৬৬), জুনিয়র কনসালটেন্ট (চর্ম ও যৌন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্তি-শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা (প্রাক্তন জুনিয়র কনসালটেন্ট (চর্ম ও যৌন), জয়পুরহাট জেলা হাসপাতাল, জয়পুরহাট) গত ০১-০১-২০১২ তারিখ হতে ০৫-০৩-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে ০২-০৯-২০১৩ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪৫.২০১৩-৮৪৬নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ জাহেদ পারভেজ (৪১৯৬৬), জুনিয়র কনসালটেন্ট (চর্ম ও যৌন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্তি-শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪১.২০১৪-৯৯২—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মজিবর রহমান (৪০৫৭৭), সহকারী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), রেডিওলজি ও ইমেজিং বিভাগ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল সরকারি আদেশ অমান্য করে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর দায়ে ০২-০৬-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪১.২০১৪-৪২৯নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন;

যেহেতু, আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত জ্ঞাপন করা হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ মজিবর রহমান (৪০৫৭৭), সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), রেডিওলজি ও ইমেজিং বিভাগ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

তারিখ, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৫.২০১৪-১০০২—যেহেতু, ডাঃ নাসরীন সালাম (১০১৪৭৫৪), মেডিকেল অফিসার, উথুরা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভালুকা, ময়মনসিংহ গত ০৫-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৩-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২৫-০২-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৫.২০১৪-১৬৬নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ নাসরীন সালাম (১০১৪৭৫৪), মেডিকেল অফিসার, উথুরা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভালুকা, ময়মনসিংহ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' করে বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৪.২০১৪-১০০৬—যেহেতু, ডাঃ মোঃ লুৎফর রহমান (৩৮৫৪৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট (চঃ দাঃ), গাইনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে গত ২২-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৬-০৫-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৪.২০১৪-৩১৫নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ লুৎফর রহমান (৩৮৫৪৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট (চঃ দাঃ), গাইনী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

তারিখ, ০৫ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬০.২০১৩-০২—যেহেতু, ডাঃ এ. কে. এম. আবুল খাইর (৩৪৬৮২), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২৭-১০-২০১৩ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬০.২০১৩-৯১৬নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন;

যেহেতু, আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত জ্ঞাপন করা হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ এ. কে. এম. আবুল খাইর (৩৪৬৮২), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৮০.২০১৩-০৪—যেহেতু, ডাঃ শাম্মী নাসরিন (৩৩৯৮৯), জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বেড়া, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধিমতে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১২-০১-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৮০.২০১৩-২৩নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন;

যেহেতু, আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে মতামত জ্ঞাপন করা হয়েছে যে, ডাঃ শাম্মী নাসরিন (৩৩৯৮৯) Breast Cancer-এ আক্রান্ত এবং বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ শাম্মী নাসরিন (৩৩৯৮৯), জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বেড়া, পাবনা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

আদেশ

তারিখ, ১ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০১০.২০১৪-৫—যেহেতু, ডাঃ শারমীন নাহার (১২১৩১৮), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ডোমার, নীলফামারী, বর্তমানে মেডিকেল অফিসার, গাইনী বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল), বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৪-০৫-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, ডাঃ শারমীন নাহার (১২১৩১৮) এর বিরুদ্ধে গত ২৭-০১-২০১১ তারিখ থেকে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি সংক্রান্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ শারমীন নাহার (১২১৩১৮), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ডোমার, নীলফামারী, বর্তমানে মেডিকেল অফিসার, গাইনী বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী, তদন্ত প্রতিবেদন ও উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল), বিধিমালা ১৯৮৫ ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারির তারিখ থেকে পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতকৃত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

পার-৫ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৪৫.১৪৬.০০২.০০.০০.৪৯.২০১৪-৩১—নিজস্ব অর্থায়নে বহিঃ বাংলাদেশ গমন/অবস্থান এর নিমিত্ত অর্জিত ছুটি মঞ্জুরের জন্য বি,সি,এস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার/এডহক নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তার/কর্মকর্তাগণের প্রেরিত আবেদনে আবশ্যিকভাবে হালনাগাদ আয়কর জমা স্লিপের ফটোকপি/Electronic Tax Identification Number (e-TIN) সার্টিফিকেট এর ফটোকপি সংযুক্ত থাকতে হবে।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৯.২০১৩-৯৩৪—জনাব মোঃ হারুন-উর-রশিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, সদর দপ্তর, ঢাকা (সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা) দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানায় চার্জশীট নং-৩৪২ দাখিল হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ১১(১) এর বিধানানুসারে তাঁকে চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর হোসেন
সিনিয়র সচিব।

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২১/৭ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪৬.০৬৩.০২৭.০১.০০.০০২.২০১৪-১৫৮৮—যেহেতু, আপনি জনাব শেখ মাহতাব আলী (মেথু), ফরিদপুর পৌরসভার মেয়র;

যেহেতু, আপনি বিগত ৪ বছর ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ঠিকাদারের মাধ্যমে পৌরসভা'র সকল উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন;

যেহেতু, আপনি পৌরবাসীদের মতামত বা সক্ষমতা বিবেচনা না করে পৌরকর কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছেন;

যেহেতু, আপনি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি সম্পর্কিত নীতিমালা, ২০১১ এর বিধান অনুযায়ী কমিটি গঠন না করে নিজস্ব বিবেচনা'য় বিধি বহির্ভূতভাবে ফরিদপুর সদর উপজেলাধীন টেপাখোলা গরুর হাট ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে খাস আদায় করেছেন এবং খাস আদায়কৃত অর্থের বিধি মোতাবেক ১৫% ভ্যাট ও ৫% অর্থ সেলামী স্বরূপ সরকারের ৭-ভূমি রাজস্ব খাতে জমা প্রদান করেননি;

যেহেতু, আপনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ২০০৮ হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সরকারি পাওনা ১,০৭০,৭,৬৬১/- (এক কোটি সত্তর লক্ষ সাত হাজার ছয়শত একষট্টি) টাকা জমা প্রদান করেননি;

যেহেতু, আপনি সাজেদা কবির উদ্দিন পৌর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগকালে অনুগত সদস্য বাড়ানোর লক্ষ্যে বিধি বহির্ভূত কমিটি গঠনের মাধ্যমে স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়ে আপনার ভাইয়ের স্ত্রীকে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগ দিয়েছেন;

যেহেতু, আপনি বিধি মোতাবেক বিজ্ঞপ্তি, লটারী ও বাছাই কমিটি না করে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের'কে না দিয়ে ২৭-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখের সভার মাধ্যমে কোন নিয়ম-নীতি অনুসরণ না করে রকিবউদ্দিন পৌর মার্কেটে আন্ডার গ্রাউন্ডের সকল দোকান (২৪টি) বরাদ্দ প্রদান করেছেন;

যেহেতু, আপনি পণ্যসেবা ও ভৌতসেবার ক্ষেত্রে বছরে ৫.০০ লক্ষ টাকা খরচের বিধান থাকলেও বিধি বহির্ভূতভাবে ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে যথাক্রমে ১৪,৯১,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ একানব্বই হাজার) ও ১২,০৬,৩১০/- (বার লক্ষ ছয় হাজার তিনশত দশ) টাকা বেআইনীভাবে ব্যয় করেছেন;

যেহেতু, আপনি কোটেশনের মাধ্যমে পণ্যসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি ২.০০ লক্ষ টাকা করে বছরে সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা খরচের বিধান থাকলেও ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের অধীনে পণ্যসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১,০৩,৬০,৮৬৩/-(এক কোটি তিন লক্ষ ষাট হাজার আটশত তেষট্টি) টাকা, ৮৮,৪৩,৯৮৫/- (আটাশি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার নয়শত পঁচাশি) টাকা ও ৪৭,৬১,৯২০/- (সাতচল্লিশ লক্ষ একষট্টি হাজার নয়শত বিশ) টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয় করেছেন;

যেহেতু, আপনি কোটেশনের মাধ্যমে ভৌতসেবার ক্ষেত্রে প্রতিটি ৫.০০ লক্ষ টাকা করে বছরে সর্বোচ্চ ২০.০০ লক্ষ টাকা খরচের বিধান থাকলেও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় কোটেশনের মাধ্যমে উক্ত সিলিং অমান্য করে বিধি-বহির্ভূতভাবে ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১৪,৭৪,৯৯৭/-(চৌদ্দ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার নয়শত সাতানব্বই) টাকা, ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১০,৯৮,৯১০/- (দশ লক্ষ আটানব্বই হাজার নয়শত দশ) টাকা এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২৮,৫৯,২৪০/- (আটাশ লক্ষ ঊনষাট হাজার দুইশত চল্লিশ) টাকা ব্যয় করেছেন;

যেহেতু, বর্ণিত কারণে সরকার আপনাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী ফরিদপুর পৌরসভার মেয়রের পদ হতে আপনি জনাব শেখ মাহতাব আলী (মেথু)-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হ'ল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৫ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৪৬.০৬৩.০২৭.০১.০০.০০৭.২০১৪-১৩—যেহেতু, আলহাজ্ব জি, কে, গউছ হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র; এবং

যেহেতু, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যা সংক্রান্ত হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার মামলা নং-২৭, তারিখ ঃ ২৮-০১-২০০৫ এবং জি,আর নং-২৬/০৫ (হবিগঞ্জ)-এ সিআইডি'র তদন্তকারী কর্মকর্তা অধিকতর তদন্ত শেষে হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব জি, কে, গউছসহ ৩২ জনকে আসামী করে হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার উক্ত মামলায় সম্পূরক অভিযোগপত্র নং-৩১১, তারিখ ১০-১২-২০১৪ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, উক্ত অভিযোগপত্র বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কগনিজেন্স কোর্ট-১, হবিগঞ্জ আদালত কর্তৃক গত ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে গৃহীত হয় এবং বিজ্ঞ আদালত পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আদেশ প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, জি, কে, গউছ (হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র) গত ২৮-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আদালতে হাজির হয়ে জামিন প্রার্থনা করলে বিজ্ঞ আদালত শুনানীঅন্তে তাঁর জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন এবং বর্তমানে তিনি কারাগারে আটক আছেন; এবং

যেহেতু, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যা সংক্রান্ত মামলার আসামী হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব জি, কে গউছ এর বিরুদ্ধে দাখিলিয় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় এবং বর্তমানে তিনি কারাগারে আটক থাকায় তাঁর দ্বারা মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থি এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোন থেকে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু, সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

এমতাবস্থায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব জি, কে গাউছ'কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হ'ল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খলিলুর রহমান
উপ-সচিব (পৌর-১)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ শাখা-১
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২০ কার্তিক ১৪২০/০৪ নভেম্বর ২০১৩

নং **ভূঃমঃ/শাঃ-১০/হুঃদঃ/ডিএ-৪৪/৮৭(অংশ)-২/২৯৭/১**—যেহেতু ঢাকা জেলার জোয়ার সাহারা, ভাটারা ও বাড্ডা মৌজায় ১৩৮/৬১-৬২ নং এল.এ কেইসে হুকুম দখলকৃত নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত স্মারক এবং এতদ্বসংক্রান্ত পূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত স্মারক নং-রাজউক/ভূঃশাঃ/১৫-১৮৪(অংশ)-২/১০৭(৮)স্থাঃ, তারিখঃ ১২-১১-৯১খ্রিঃ এর মাধ্যমে গঠিত সাব কমিটির ১০-১১-৯২খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উল্লিখিত এল.এ কেইসের আওতায় হুকুম দখলকৃত জমির ১৪ তম পর্বে নিম্ন তফসিল বর্ণিত ভূমি অবমুক্ত করা হইল।

এবং যেহেতু সরকার উল্লিখিত হুকুম দখল হইতে অবমুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

সেহেতু এইক্ষণে সংশ্লিষ্ট আইনের ক্ষমতাবলে সরকার ঘোষণা করিতেছেন যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি হুকুম দখল হইতে অবমুক্ত করা হইল।

অবমুক্তকৃত জমির বিবরণ

১। জেলা- ঢাকা, থানা- ক্যান্টনমেন্ট, মৌজা- জোয়ার সাহারা, জে.এল এ নং- ২৭১।
সি.এস দাগ নং- ১৭৫০ (পূর্ণ), জমির পরিমাণ ০.৫৭০০ একর
সি.এস দাগ নং- ১৩৪১ (পূর্ণ), জমির পরিমাণ ২.৫২০০ একর
সি.এস দাগ নং- ১৩৪৪ (পূর্ণ), জমির পরিমাণ ৩.৯৭০০ একর
সি.এস দাগ নং ১৯৮৪ (অংশ) জমির পরিমাণ ১.০১০০ একর
সি.এস দাগ নং ১৩৩৮ (অংশ) জমির পরিমাণ ০.৩৯০০ একর
সি.এস দাগ নং ১৩৪০ (অংশ) জমির পরিমাণ ১.২৩০০ একর
সি.এস দাগ নং ১৩৪৩ (অংশ) জমির পরিমাণ ০.৪২০০ একর
সি.এস দাগ নং ১৩৪৫ (অংশ) জমির পরিমাণ ০.১০০০ একর
মোট জমির পরিমাণ কম/বেশী ১০.২১০০ একর।

২। জেলা- ঢাকা, থানা- গুলশান, মৌজা- ভাটারা, জে.এল নং- ২৯৪।
সি.এস দাগ নং- ৪১৪ (পূর্ণ) জমির পরিমাণ ০.৪২০০ একর
সি.এস দাগ নং- ৯৫৩ (পূর্ণ) জমির পরিমাণ ০.৪৩০০ একর
সি.এস দাগ নং- ১১৭৩ (অংশ) জমির পরিমাণ ০.৬৯০০ একর
সি.এস দাগ নং- ১১৩৭ (অংশ) জমির পরিমাণ ০.২৫৬৬ একর
সি.এস দাগ নং- ১১৩৯ (অংশ) জমির পরিমাণ ০.৩২০০ একর
মোট জমির পরিমাণ কম/বেশী ২.১১৬৬ একর।

৩। জেলা- ঢাকা, থানা- গুলশান, মৌজা- বাড্ডা, জে, এল নং- ২৯১।
সি.এস দাগ নং- ২৭৬ (পূর্ণ) জমির পরিমাণ ০.২০০০ একর
সি.এস দাগ নং- ৮০৪ (পূর্ণ) জমির পরিমাণ ১.৪০০০ একর
মোট জমির পরিমাণ কম/বেশী ১.৬০ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মনিরুজ্জামান খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শাখা-১০

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৫ জুন ২০০৩/০১ আষাঢ় ১৪১০

নং **ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ডিএ-১১৫/৮৫(অংশ)/৪১৪/১**—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ভূমি হুকুম দখল কেইস নং- ৬/৪৮-৪৯ যাহা ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৯-১২-১৯৫২ ইং তারিখের ১১৪১৩ রিকুইন নং স্মারকে ১৯৪৮ সনের জরুরী সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ ইং সনের ১৩ নং আইন) ৫ ধারার ৭ উপ-ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণ করা হয় ও বিগত ০৮-০১-১৯৫৩ ইং তারিখে ঢাকা গেজেটের প্রথম খন্ডে প্রকাশিত হয়।

এবং বিগত ১৭-০৮-১৯৬৮ ইং তারিখে Additional Deputy Commissioner (Development) Dacca কর্তৃক ২৪৭ ও ৩৫১ নং স্মারকে ইস্যুকৃত নোটিশের প্রেক্ষিতে তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে Writ Petition No. 379 of 1968 দায়ের করা হয়। উক্ত Writ Petition-এ বিগত ২২-০৩-১৯৭৮ ইং তারিখে প্রদত্ত রায়ে বর্ণিত নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সরকার অধিগ্রহণ হইতে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

সেহেতু এইক্ষণে সংশ্লিষ্ট আইনের ৮বি ধারার ক্ষমতা বলে সরকার ঘোষণা করিতেছেন যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ হইতে প্রত্যাহার করা হইল।

তফসিল

জেলা- ঢাকা, মৌজা- ধানমন্ডাই, জে,এল নং- ২৫১।

সি,এস খতিয়ান নং	সি,এস দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১৭৪	৬৭	১.৩৩

চৌহদ্দি ঃ দক্ষিণে- কলাবাগান ১ম লেইন, উত্তরে- কলাবাগান ২য় লেইন, পূর্বে- সিকদার বাড়ী নং রাস্তা ও পশ্চিমে- মিরপুর রোড।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুল বাশার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৪ ফাল্গুন ১৪২১/১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৮.২০১৪-৮২—১৮৭৫ সনের জরিপ আইনের (১৮৭৫ সনের ৫ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের দিয়ারা জরিপ কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	বীরপাশা	০৯	বাউফল	পটুয়াখালী
(২)	বৌলতলী	১০	বাউফল	পটুয়াখালী
(৩)	ঝিল্না	১৩	বাউফল	পটুয়াখালী
(৪)	কালতা	১৪	বাউফল	পটুয়াখালী
(৫)	কাটীকুল	১৫	বাউফল	পটুয়াখালী
(৬)	কুম্ভখালী	১৭	বাউফল	পটুয়াখালী
(৭)	আয়লা	১৮	বাউফল	পটুয়াখালী
(৮)	নারায়ণপাশা	১৯	বাউফল	পটুয়াখালী
(৯)	আমিরাবাদ	২০	বাউফল	পটুয়াখালী
(১০)	কনকদিয়া	২১	বাউফল	পটুয়াখালী
(১১)	সাপলাখালী	৯৪	বাউফল	পটুয়াখালী
(১২)	রাজনগর	৯৫	বাউফল	পটুয়াখালী
(১৩)	বানাজোড়া	৯৭	বাউফল	পটুয়াখালী
(১৪)	ধাউরাভাঙ্গা	৯৮	বাউফল	পটুয়াখালী
(১৫)	চাঁদ পাল	৯৯	বাউফল	পটুয়াখালী
(১৬)	কৌখালী	১০৪	বাউফল	পটুয়াখালী
(১৭)	উত্তর লক্ষ্মীপাশা	১০৫	বাউফল	পটুয়াখালী
(১৮)	দক্ষিণ লক্ষ্মীপাশা	১০৬	বাউফল	পটুয়াখালী
(১৯)	কাশীপুর	১০৭	বাউফল	পটুয়াখালী
(২০)	মহাশ্রাদ্ধি	১০৮	বাউফল	পটুয়াখালী
(২১)	সাপলেজা	১০৯	বাউফল	পটুয়াখালী
(২২)	আতসখালি	১১০	বাউফল	পটুয়াখালী
(২৩)	ভাঙ্গোরা	১১১	বাউফল	পটুয়াখালী
(২৪)	নিজ বটকাজল	১১২	বাউফল	পটুয়াখালী
(২৫)	আদাবাড়িয়া	১১৩	বাউফল	পটুয়াখালী
(২৬)	মাধবপুর	১১৪	বাউফল	পটুয়াখালী
(২৭)	সাবুপুর	১১৫	বাউফল	পটুয়াখালী
(২৮)	বটকাজল	১১৬	বাউফল	পটুয়াখালী
(২৯)	নোয়ামালা	১১৮	বাউফল	পটুয়াখালী
(৩০)	মৈষাদি	১১৯	বাউফল	পটুয়াখালী

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ ফাল্গুন ১৪২১/১০ মার্চ ২০১৫

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.২৩.০১৫.১৪-১৮২—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ চলচ্চিত্রের নিম্নবর্ণিত ২৫টি ক্ষেত্রের পার্শ্বে বর্ণিত বিশিষ্ট শিল্পী ও কলা-কুশলীকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৩' প্রদানের ঘোষণা করছে :

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৩

ক্রমিক নং	পুরস্কারের ক্ষেত্রের নাম	ব্যক্তির নাম	চলচ্চিত্রের নাম
(১)	আজীবন সম্মাননা	সারাহ্ বেগম কবরী	---
(২)	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র	গাজী রাকায়েত ও ফরিদুর রেজা সাগর	মৃত্তিকা মায়া
(৩)	শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	সারা আফরীন	শুনতে কি পাও
(৪)	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক	গাজী রাকায়েত	মৃত্তিকা মায়া
(৫)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে	তিতাস জিয়া	মৃত্তিকা মায়া
(৬)	শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে (যৌথভাবে)	মৌসুমী	দেবদাস
		শর্মিমালা	মৃত্তিকা মায়া
(৭)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে	রাইসুল ইসলাম আসাদ	মৃত্তিকা মায়া
(৮)	শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে	অপর্ণা	মৃত্তিকা মায়া
(৯)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী খল চরিত্রে	মামুনুর রশীদ	মৃত্তিকা মায়া
(১০)	শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী	স্বচ্ছ	একই বৃত্তে
(১১)	শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার	সৈয়দা অহিদা সাবরিনা	অন্তর্ধান
(১২)	শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক (যৌথভাবে)	এ, কে, আজাদ	মৃত্তিকা মায়া
		শওকত আলী ইমন	পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনী
(১৩)	শ্রেষ্ঠ গায়ক	চন্দন সিনহা	পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনী কথাঃ তুমি আছো বলে তারা নেভে জ্বলে.... আমি নি:স্ব হয়ে যাবো জানোনা....
(১৪)	শ্রেষ্ঠ গায়িকা (যৌথভাবে)	রুনা লায়লা	দেবদাস কথাঃ এ জীবন ধুপের মত গন্ধ বিলায়.... এ জীবন নদীর মত কুল ভেঙ্গে যায়....
		সাবিনা ইয়াসমিন	দেবদাস কথাঃ ভালবেসে একবার কাঁদালেনা আমাকে.... ভালবেসে একবার কাঁদালেনা....
(১৫)	শ্রেষ্ঠ গীতিকার	কবির বকুল	পুর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনী কথাঃ তুমি আছো বলে তারা নেভে জ্বলে.... আমি নি:স্ব হয়ে যাবো জানোনা....
(১৬)	শ্রেষ্ঠ সুরকার	কৌশিক হোসেন তাপস	পুর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনী কথাঃ তুমি আছো বলে তারা নেভে জ্বলে.... আমি নি:স্ব হয়ে যাবো জানোনা....
(১৭)	শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার	গাজী রাকায়েত	মৃত্তিকা মায়া
(১৮)	শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার	গাজী রাকায়েত	মৃত্তিকা মায়া
(১৯)	শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা	গাজী রাকায়েত	মৃত্তিকা মায়া
(২০)	শ্রেষ্ঠ সম্পাদক	মোঃ শরিফুল ইসলাম রাসেল	মৃত্তিকা মায়া
(২১)	শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক	উত্তম গুহ	মৃত্তিকা মায়া
(২২)	শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক	সাইফুল ইসলাম বাদল	মৃত্তিকা মায়া
(২৩)	শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক	কাজী সেলিম	মৃত্তিকা মায়া
(২৪)	শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজ-সজ্জা	ওয়াহিদা মল্লিক জলি	মৃত্তিকা মায়া
(২৫)	শ্রেষ্ঠ মেক-আপম্যান	মোঃ আলী বাবুল	মৃত্তিকা মায়া

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মরতুজা আহমদ
সচিব।